Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 11th June. 1958 { ৪র্থ সংখ্যা

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৮৮০ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

কলিকাতা-মহানগরী কি মৃতা?

—•—

আজ বহু সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী বলিয়াছেন—কলিকাতা আর সে কলিকাতা নাই, সে কলিকাতা মরিয়াছে। দেশের কর্ত্তাব্যক্তিদের কথাগুলি যদি টেপ রেকর্ডে ধরিয়া রাখা হইত, আর সময় বুঝিয়া সেগুলি বাজাইয়া তাঁহাদের শোনান হইত যে তুমি একদিন এই কথা বলিয়াছিলে—এই শোন তোমার কণ্ঠস্বর, তখন তাঁহার ঠোঁট চাটিয়া আমতা আমতা করা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকিত না, কারণ অস্বীকার করার উপায় থাকিত না। ভারতের প্রধান মন্ত্রী যখন কলিকাতাকে মৃতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যিনি চিকিৎসা বিদ্যায় অতুলনীয়, তিনি বলিতেছেন বাংলা মরিবার নয়। বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তি কাহারও অপেক্ষা কম নয়। এই সময়ে ডাক্তার বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কথাগুলিতে বাঙ্গালীর খুব মনোমত হইতেছে। বাংলার রাজধানী (ভারতের প্রাক্তন রাজধানী) কলিকাতা মরিয়াছে ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে নিদারুণ সংবাদ। আমরা বৎসর দুই আগেকার কথা সকলকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি—বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকে বিহারের চরণতলে অর্পণ করিয়া দিবার সংকল্প করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি ঢেবর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণের তেজ দেখে কে! তেজ দেখালেন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র, ফল ফলিল পশ্চিমবাংলার কলিকাতার বড়বাজার কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসদলের মানে মানে বিদ্যায় যোগ্যতর প্রার্থী শ্রীঅশোক-কুমার সেন মহাশয়ের। তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীমোহিত মৈত্রীর নিকট বহু ভোটে পরাজিত হইলেন। রামায়ণের পুরাতন বচনটি সার্থক হইল।

খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং
নূনং ফলতি সাধুষু—
দশাননো হরেৎ সীতা
বন্ধনং স্যান্মহোদধে।

অর্থ—রাবণ সীতা হরণ করিল, বন্ধন হইল সমুদ্রের।

এই ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ভোট গণনার পরেই দশের লাঠি একের বোঝা বলিয়া নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের বীর হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আজ ভারতের প্রধান মন্ত্রী যা বলিয়াছেন ডাঃ বিধান রায় পশ্চিমবাংলার প্রশংসা ও অস্তিত্বসহ কলিকাতার জীবিতাবস্থা ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

কলিকাতা যে মরে নাই অল্পদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় স্বর্গত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৌহিত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের আইন ও বিচার মন্ত্রী শ্রীমান্ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কতিপয় মন্ত্রীর দুর্নীতি মুক্তকণ্ঠে ৮০ পৃষ্ঠার বিবৃতিতে সাধারণের চক্ষু উন্মীলন করিয়া মন্ত্রিত্ব এবং কংগ্রেসী সদস্যপদ ইস্তফা করিয়াছেন। তারজন্য ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্ব্বাচন আশু সংঘটিত হইবে। প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী কলিকাতার জীবন্ত অবস্থার একটা প্রমাণ পাইলেন। স্বাধীনতা লাভের পর সারা ভারতে কোন রাজ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এমন সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিবাদ আর দেখিয়াছেন কি? বোধ হয় একদলের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দলের সদস্য হইবার জন্য স্বকেন্দ্রে নূতন নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন কি? ইহাও কলিকাতার জীবনীশক্তির অন্য লক্ষণ নয় কি? প্রায় দেখা গিয়াছে একদলের সদস্য কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য কোন থিয়েটারের অভিনেতার মত অন্য দলে যোগ দিলেন বলিয়া ঘোষণা করা ছাড়া, নূতন দলে নূতনভাবে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরিত্যক্ত দলের ঝোলা, মালা, তিলক সব ইস্তফা আর বোধ হয় কেহ করিয়াছেন কি না, আমাদের জানা নাই। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় এবারকার নির্ব্বাচনের মুখ চাহিয়া বাংলা এবং বাঙ্গালীর প্রশংসা করিয়াছেন কিনা তাহা তিনিই বলিতে পারেন। বাংলা বিহার সীমা নির্দ্ধারণের সময়ও টাটার জলদান পুণ্য যেন পশ্চিমবাংলার ক্ষতি করিয়াই করা হইয়াছিল।

প্রধান মন্ত্রী জহরলাল তাঁহার কেন্দ্রীয় দপ্তরে যা সমস্ত সাম্রাজ্যের কাজে মড়া কলিকাতার কয়েকজনকে অশৌচ অবস্থায় অশুচি ভাবেন নাই দেখিয়া আমরা কলিকাতা মরে নাই এ ভরসাও করিতেছি।

প্ল্যান করিতে শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ, প্ল্যানিং কমিশন চালাইতে শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগী এবং শ্রীজ্ঞান ঘোষ; ইলেকশন চালাইতে শ্রীসরমা সেন এবং সেন্সাস ব্যাপারে শ্রীঅশোক মিত্র ছাড়া অন্যান্য কোন সহরের লোক বুঝি মিলে না।

পাকীস্থানী জুলুম

আসাম সীমান্তে গুলি চালা বুঝি ক্ষতিকর নয়! আবার ওধার থেকে পশ্চিমদিকে গুলি খেলায় ভারতীয় পুলিশ সবইন্‌স্পেক্টার ও কয়েকজন কনষ্টেবল কলিকাতার মত আনুমানিক মৃত্যু নয়। সত্য সত্যই বেচারাদের পরিবার পরিজনের শোকাশ্রু বুক ভাসাইতেছে এখনও গুলি চালনায় প্রতিকার প্রতিবাদ এবং আলোচনা। কলিকাতা মরিলে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা পরিবার বিশেষের শোকের কারণ নয়, কলিকাতা মানুষ নহে। আবার হীনাবস্থার নগরকে সমৃদ্ধিশালী করা যায়। কিন্তু মানুষ বাঁচাইতে-কি কোন উপায় আছে?

দিল্লী সহরের বুকের উপর যদি একটি নারী ভারত রাষ্ট্রের বিপক্ষে স্তুতি ও ভারতের গ্লানি প্রচার করে তাহার প্রতিকার যে রাজশক্তি করিবার কোন উপায় করিতে পারে না। সে রাজশক্তি জীবন্ত না মৃত? প্রধান মন্ত্রী কি বলেন। কলিকাতা মৃত তবুও ভারতের ক্ষুদ্র নগরী হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি, কে, কৃষ্ণ মেনন বিপক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন গরু মহিষ আহরণ আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না। আমরা যে দুর্ব্বল এটা

যেন কেহ মনে না করে। সীমান্তবাসী গরীব কৃষকদের গো-মহিষাদি যে যথাসর্ব্বস্ব তাহারা যে সর্ব্বস্ব হারা হইবে। এই বীরত্ব ব্যঞ্জক আওয়াজে পাকীস্থান ভ্রূক্ষেপ করিয়া গুলি চালান বন্ধ করিয়াছে কি? ছোট ছোট ছেলেরা ভারতে ইংরাজকে দেখিলেই বলিত—

ফিলিঙ্গী আল্ কি দেখাও ভয়
দেহ তোদেল অধীন বতে
মন তো তোদেল নয়।
মনেল দুয়াল বন্ধ কললে কি
আছে উপায়।

আজ পাকীস্থানী ছেলেরা গাইছে—

"দিল্লী অব বিল্লী
করাচী অব্ শের!
খুদাকী কুদরত
নসীবকা ফের্।"

আমরা বলি কলকাতার উদ্বাস্তু দিল্লী যাবে না।

বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন

ভারত সরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য পাঁচ শত পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন এ জন্য কেন্দ্র সরকার ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ২ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য ৩৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ব্যয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বৃষ্টি

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার বেলা ২-৩০ ঘটিকার সময় এখানে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। বহুদিন পর বৃষ্টি হওয়ায় লোকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। আরও বৃষ্টি দরকার।

ভাদুই ধান ও পাট

বৃষ্টি অভাবে এতদঞ্চলে ভাদুই ধান ও পাট গাছ শুকাইয়া গিয়াছে। এবারে এখানে ভাদুই ধান ও পাট না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

প্লাটফরমে প্যাসেঞ্জারসেড

আজকাল প্রায় ষ্টেশনেই প্যাসেঞ্জারসেড নির্ম্মিত হইয়াছে। জঙ্গিপুর রোড মহকুমার সদর ষ্টেশন অথচ এই ষ্টেশনে এ পর্য্যন্ত প্লাটফরমশেড নির্ম্মিত হয় নাই। প্রত্যহ শত শত প্যাসেঞ্জার উঠা নামা করে। যাহাতে সত্বর প্যাসেঞ্জারসেড তৈয়ারী হয় তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সর্দি গর্মিতে মৃত্যু

সিউড়ীতে প্রচণ্ড তাপ প্রবাহ চলিতেছে। দুবরাজপুরের ভেটারিনারী ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যাণ্ট শ্রীভুবন দত্ত পল্লী অঞ্চল হইতে সদর কার্য্যালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সর্দি গর্মিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

গত ৪ঠা জুন দুপুরে সিউড়ী হইতে হোড়পুর যাওয়ার সময়ে জনৈক রিক্সাওয়ালা পথে প্রচণ্ড তাপ প্রবাহে মারা গিয়াছে।

পিঠের মধ্যে এতো পূর?

॥ সু—মো—দে ॥

পিঠের ভেতর ঠাসা পূর
জানত আগে কেবা?
দুঃস্থ জাতির প্রতিনিধির
খাসা স্বদেশ সেবা!
রক্ত ওঠা প্রজার টাকা—
কর্ত্তব্যতো সামলে রাখা,
ভয় পেয়ে সে চামায় শেষে
ফুকলো টাকা গুলো,
প্রশংসাতেও পঞ্চমুখী
প্রধাননেতা হলো।
দোষীও যদি দণ্ড না পায়
চারশ 'কুড়ি ন'এর ধারায়,
আস্থা গভীর রয় কি জাতির
পদাসীনের প্রতি,
সব পিঠেরই পূর কি ঠাসা
পর সেবায় ব্রতী?

বাটী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ায় সদর রাস্তার উপরে ময়দা কলের সন্নিকটে একখানি খড়ের বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীবলরাম দাস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই জুলাই ১৯৫৮

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৩৬৬ থাং ডিঃ সেঃ গোবিন্দদাস নাথ দেং অমিয়-মোহন রায় দিং দাবি ৪৯ টাকা ৪৭ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ -৭ শতকের কাত ১৲ আঃ ১০৲ খং ৪৯৫ দালানঘর মায় কপাট, চৌকাট, তীর, জানালা ইত্যাদি সহ

২নং লাট মৌজাদি ঐ ২৫ শতকের কাত ২৪৲ আঃ ১০৲ খং ৪৯৩ দালানঘর মায় কপাট, চৌকাট, তীর, জানালা ইত্যাদি সহ

১৯৫৮ সালের ডিক্রীজারী

২৩ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং সৈয়দ হবিবুল্লা মিঞা দাবি ১৬ টাকা ৫ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ১-৩০ শতকের কাত ৮৶/১১ আঃ ৫৲ খং ১৩০

২৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩ টাকা ৯২ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-১৫ শতকের কাত ২॥৶৬ আঃ ৫৲ খং ২২৪

২৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪ টাকা ১৬ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৬৫ শতকের কাত ১৮৶১০ আঃ ৫৲ খং ৪২৬

৫৩ থাং ডিঃ মহরী বিবি দেং রায় জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দাবি ২১৯- টাকা ১৭ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১৩ শতকের ১৫/০ আঃ ১০০৲ খং ৪৮৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৩৮৫ থাং ডিঃ পাঁচুগোপাল রায় দেং সেবাইত মণিমোহন চৌধুরী দাবি ৬৮১ টাকা ১ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তালাই ১-৬৬ শতকের কাত ১৪৶০ আঃ ৪০৲ খং ৫৮৪।২

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

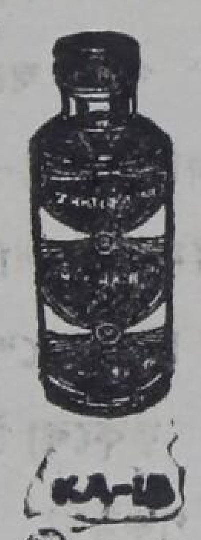

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-18

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত